ঝিনাইদহে জামায়াত কর্মী হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা

ঝিনাইদহে ২০১৩ সালে জামায়াত কর্মী আব্দুস ছালাম হত্যার ঘটনায় ৭২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২০০ জনকে আসামী করে থানায় মামলা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার নিহতের শ্বশুর আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলাটি দায়ের করে। মামলা নাম্বার ৩০।ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপু, তাহজীব আলম সিদ্দিকি সমী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশিদুল আলম রশিদ, ডিএসবির সাবেক ওয়াচার মুরাদসহ ৭২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অজ্ঞাত দেড়’শ দুইশ জনকে আসামী করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগারের কটুক্তি ও সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে ওলামা মাশায়েখের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে তাদের উপর হামলা করা হয়। হামলা চালিয়ে জামায়াত কর্মী ও মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুস ছালামকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

ঝিনাইদহ কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে বিল্লাল হোসেন (৪০) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৬আগস্ট) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। বিল্লাাল হোসেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর নারায়নপুর গ্রামের মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

কারাগার সূত্রে জানা যায়, গত ৭ মে তিনটি মাদক মামলায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে আসে বিল্লাল হোসেন। তার মামলা আদালতে

বিচারাধীন রয়েছে। রবিবার দিবাগত রাতে তার বুকে ব্যথা অনুভব করে। পরে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল৫টার তার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বিল্লাল হোসেন হার্টএ্যাটাকে মারা গেছে।

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারের জেলার মোঃ মহিউদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিহতের মরাদেহ ময়নাতদন্ত শেষে তার ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হস্থান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে র্যালি

আজ ২৬ আগস্ট সোমবার শুভ জন্মাষ্টমী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার ভগবান রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে ঝিনাইদহ বিভিন্ন মন্দির ও বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হবার কথা রয়েছে।

শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরে সভাপতি, অলোক কুণ্ডু ও সাধারণ সম্পাদক, সুশান্ত সরকার আমাদের কে জানান প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা র্যালি সম্পন্ন করেছি এবং এই

বছরে অনুষ্ঠানে কিছু টাকা বাঁচিয়ে আমরা বন্যার্থীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

কোটচাঁদপুর প্রেমিকার পিতার দায়ের কোপে প্রেমিক তুষার আহত, থানায় মামলা

প্রেমিকার পিতার দায়ের কোপে কলেজ ছাত্র প্রেমিক তুষার আহত হওয়ার ঘটনায় রবিবার মামলা হয়েছে কোটচাঁদপুর থানায়। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। এদিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ওই ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনরা।

তুষারের মা রেহানা খাতুন বলেন,আলোকদিয়া গ্রামের বকুল হোসেনের মেয়ে উর্মির সঙ্গে আমার ছেলের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। তারা এক সঙ্গে লেখা পড়াও করেছেন ছোট থেকে।

গত শুক্রবার রাতে বকুল তাঁর মেয়েকে দিয়ে মোবাইল করে আমার ছেলেকে ডেকে নিয়ে যান বাড়িতে । এরপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আমার ছেলেকে ধারালো দা দিয়ে সারা শরীলে কোপ দেন। এতে করে সে গুরুতর আহত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় তুষারকে প্রথমে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরে যশোর হাসপাতালে। ওখানে ডাক্তাররা তাকে দেখে ঢাকায় রেফার্ড করেন। বর্তমানে আমার ছেলে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে তাঁর অবস্থা ভালো না।

তিনি বলেন,তাদের উদ্যেশ ছিল আমার ছেলে কে মেরে ফেলার। আমি ওই ঘটনায় জড়িত সকলের বিচার চাই। বিষয়টি নিয়ে রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

এদিকে ঘটনার পর থেকে বকুল ও তাঁর পরিবারের কাউকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন, আলোকদিয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলীমুল ইসলাম। তবে ওই কর্মকর্তা জানেন না ওই মামলার তদন্তকারী তিনি। আলীমুল ইসলাম বলেন,মামলা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। তবে ওসি স্যার যেহেতু বলেছেন, সেহেতু মামলা হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত মামলার কাগজ পত্র আমি হাতে পাই নাই।

ঝিনাইদহের ইউপি সচিবের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের মালামাল লুট!

ঝিনাইদহের সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়ন পরিষদের মুল্যবান মালামাল লুটের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রোকসানা বুলবুলির সহায়তায় পলাতক চেয়ারম্যান আবু সাঈদ ট্রাক যোগে পরিষদের সব মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

গত বৃহস্পতিবার (২২ আগষ্ট) বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে প্রকাশ্যে এ ঘটনা ঘটলেও পরিষদের সচিব বুলবুলি রহস্যজনক ভাবে নীরব রয়েছেন। এ ঘটনায় সোমবার ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে।

ডায়েরি সূত্রে জান যায়, সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদের কক্ষ থেকে কে বা করা সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক, টিভি, ফ্রিজ, এসি, খাট, গ্যাসের চুলা সহ বিভিন্ন অফিসিয়াল কাগজ লুট করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা কেউ মুখ না খুললেও পলাতক ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ লোক পাঠিয়ে পরিষদের এসব মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য রবিউল ইসলাম জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকালে ট্রাক নিয়ে তালা না ভেঙ্গে মালামাল নিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি জানার পর ইউপি সচিব বুলবুলিকে জানানো হয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। পরে প্রশাসনের চাপে থানায় জিডি করতে বাধ্য হন।

ইউপি সদস্য শামসুল ইসলাম বলেন, পরিষদের তিন সেট চাবি একটি

চেয়ারম্যান আবু সাঈদ তার নিজের কাছে রাখতেন। আরেক সেট গ্রাম পুলিশ শরিফুলের কাছে ছিল। আরেকটা চাবির সেট ইউপি সচিব বুলবুলির কাছে ছিল। তালা না ভেঙ্গে পরিষদের মালামাল লুট হওয়ার বিষয়টি খুবই ষড়যন্ত্রমূলক বলে তিনি মনে করেন।

এ বিষয়ে ইউপি সচিব রোকশানা বুলবুলি জানান, অফিসের মালামাল চেয়ারম্যান সাঈদ তার লোকজনের মাধ্যমে নিয়ে গেছেন। বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগত কাজ থাকায় দুপুরে চলে গেছিলাম। শনিবার সকালে অফিসে অবগত হই এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করি।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী জানান, ইউনিয়ন পরিষদের মালামাল চুরির বিষয়ে অবগত হওয়ার পর থানায় জিডির জন্য ইউপি সচিবকে বলেছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে নারী পাচারকারী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে গুলি চালিয়ে বিকাশ সরকার (৪১) নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে ৫৮ বিজিবি। রোববার রাতে মহেশপুর উপজেলার হুদাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নারী পাচারকারী বিকাশ সরকার নদীয়ার কল্যাণী থানার মাঝের চর কল্যাণী গ্রামের রায়মোহন সরকারের ছেলে এবং পেশাদার নারী পাচারকারী।

আজ সোমবার মহেশপুর ৫৮ বিজিবির এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, রোববার রাতে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবি জানতে পারে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা সীমান্ত পিলার ৬০/২৯-আর হতে আনুমানিক ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঘাডাংগা গ্রামের হুদাপাড়া এলাকা দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে তিন বাংলাদেশী

নারীকে একত্র করা হয়েছে।

খবর পেয়ে মহেশপুরের বাঘাডাংগা এলাকায় ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ টহল দল পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা তিন নারীর অবস্থান নিশ্চিত করে বিজিবি সেখানে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। রাত গভীর হলে শুন্য লাইনের কাছাকাছি অজ্ঞাত এক ব্যক্তি পাখির ডাকের মতো শব্দ করে ওই নারীদের উদ্দেশ্যে সংকেত প্রেরণ করতে থাকে। দূরত্ব বেশী হওয়ার কারণে নারীরা সংকেত বুঝতে পারে না। এ সময় ভারতীয় মানব পাচারকারী বিকাশ সরকার অবৈধভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং দ্রুত ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

বিজিবির টহল দল তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করলে তারা ভারত অভিমূখে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফ্রন্ট লাইনে তিন নারী থাকায় ভারতীয় মানব পাচারকারীকে লক্ষ্য করে গুলির পরিবর্তে বিজিবি ফাঁকা গুলি চালায়। গুলির শব্দে ভারতীয় মানব পাচারকারী সদস্য আতংকিত হয়ে মাটিতে বসে পড়লে বিজিবি সদস্যরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তিন নারীসহ আটক করে। আটক বিকাশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় আদার কার্ড এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে বিকাশ সরকার স্বীকার করেছে তিনি মানব পাচারকারী দলের সক্রিয় সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভাবে মানব পাচারের সাথে জড়িত রয়েছে। পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা তিন বাংলাদেশী নারীকে যশোরের জাস্টিস এন্ড কেয়ার নামে একটি সংস্থার প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ ঘটনায় সোমবার সকালে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহ আ’লীগের সাবেক তিন সাংসদসহ ৩২৯ জনের নামে মামলা

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাড. এমএ মজিদের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আ’লীগের সাবেক তিন সংসদ সদস্যসহ ৩২৯ জনের নাম উল্লেখ করে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করেছে।

গতকাল রোববার জেলা বিএনপি’র সভাপতির ভাতিজা রিপন বিশ্বাস বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় এই মামলা দায়ের করেন। ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং- ২৭/২৪।

মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়, গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাকর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিএনপি সভাপতি এম এ মজিদের কলাবাগান পাড়ার বাসায় ঢুকে ভাংচুর শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে বাড়িতে থাকা ৩টি এসি, ১টি আলমারী, ৩টি মিটিং টেবিল, ১৭০টি প্লাস্টিক চেয়ার, ১টি প্রাইভেটকার, ৩টি মটরসাইকেল ও বাসার মুল্যবান আসবাবপত্র ভস্মিভুত হয়। এরফলে ১ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। এই মামলায় ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ারদার, ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সফিকুল ইসলাম অপু, সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ বিশ্বাস, আ’লীগ নেতা জেএম রশিদুল আলম, বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম, আশফাক মাহমুদ জন, কালীচরণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন ও শ্রমিকলীগ নেতা আক্কাচ আলীসহ ৩২৯ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত ৭০০/৮০০ জনকে আসামী করা হয়েছে। মামলায় আ’লীগের সাবেক তিন সংসদ সদস্যকে হুকুমের আসামী করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দিন জানান, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতির বাড়ি ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে। আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছি।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৯ আগষ্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র অফিস পোড়ানোর ঘটনায় ৪৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করা হয়। এই মামলায় ঝিনাইদহ র্যাব-৬ রোববার অভিযান চালিয়ে ৪জনকে গ্রেফতার করে সদর থানায় সোপর্দ করেছে।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির কার্যালয় পোড়ানোর মামলায় ৪ আসামি আটক

গত ৪ আগস্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় পোড়ানোর মামলার ৪ আসামিকে আটক করেছে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের আভিযানিক দল।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব-৬।

আটককৃতরা হলো, গোয়ালপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে মোঃ অসিম হোসেন (৩৫), পৈলানপুর গ্রামের মৃত শমসের মোল্লার ছেলে আজাদ মোল্লা(৪০), নারায়ণপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লার ছেলে স্বপন মোল্লা (৪২) ও চুয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আত্তাব উদ্দিনের ছেলে সাজিজুল ইসলাম সাজে (৩৪)। সাজিজুল ইসলাম সাজে সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আটককৃতদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

এর আগে গতকাল শনিবার এই মামলায় র্যাব অভিযান চালিয়ে সদর উপজেরার মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর আজাদ সম্রাটসহ ৬জনকে আটক করে থানায় সোপর্দ করে।

ঝিনাইদহে স্বর্ণের দোকান ও মোটরসাইকেল শোরুমে দুঃসাহসিক চুরি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলরা বাজার গোপালপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরচক্র মিন্টু মোটরসাইকেলের শোরুম থেকে নগদ ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা এবং পাশের বিকাশ কুমারের মঞ্জুশ্রী জুয়েলার্স থেকে নগদ অর্থ সোনা ও রুপার গহনাসহ প্রায় ৫’ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, গতকাল শনিবার দিনগত রাতে অন্যান্য দিনের মতো কাজ শেষ করে দোকানে তালা দিয়ে বাড়িতে চলে যায়। সকালে দোকানে এসে দেখি উপরের ছাউনি ও লোহার সিলিং কেটে মালামালসহ নগদ অর্থ নিয়ে গেছে চোরচক্র। রাতে বাজার পাহারা ও পাশে পুলিশ ফাঁড়ি থাকার পরেও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

খবর পেয়ে স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশ ও ব্যবসায়ি নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে যান। এদিকে অভিযোগ উঠেছে আগস্টের ৫ তারিখের পর থেকেই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতী হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ভয়ে মানুষ চলাচল করতে ভয় পাচ্ছে।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর শহরের মোড়ে মোড়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন

চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও হুমকি-ধামকিসহ সকল অসামাজিক কাজ রুখতে কোটচাঁদপুর শহরের মোড়ে মোড়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেছেন স্থানীয় বিএনপির-জামায়াতের নেতৃবৃন্দ। ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষ এর সফলতাও পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন পৌর বিএনপির সভাপতি সালাহউদ্দিন বুলবুল (সিডল)। এ দিকে ভিন্ন এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সুধীসমাজ।

জানা যায়, গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর সারাদেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও দূর্বৃত্তরা দলীয় নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছে। এতে করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক বিরাজ করছিল। অনেকে তাদের ভয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে আছেন।

এ সব ঘটনা জানার পর সকল অপকর্ম রুখতে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেছেন বিএনপি জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলে সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন, ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর সারাদেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও দূর্বৃত্তরা দলীয় নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছে। তাদের ভয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক বিরাজ করছিল। অনেকে তাদের ভয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে আছেন। সব দিক বিবেচনা করে দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে এ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধানও করেছি। এতে করে সাধারণ মানুষের মাঝে সস্তি ফিরে আসছে।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম বলেন,বেশ কিছু দিন যাবৎ কোটচাঁদপুরের পরিবেশ অস্থিতিশীল রয়েছে। এতে করে মানুষ আতংকে রয়েছে। এ কারনে সম্মলিত ভাবে এ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সমাজের অনেক মানুষ আছেন, যারা নির্যাতনের শিকার হলেও মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। আবার অনেকে লজ্জায় সামনে আসতে পারেন না। তাদের জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ দিকে বিএনপির-জামায়াতের নেতৃবৃন্দের এমন ভিন্ন উদ্যেগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সুধীসমাজ।